

নিজামী যা বলে সেভাবেই এখন দেশ চলে ॥ হুমায়ুন আজাদ

স্টাফ রিপোর্টার, মুন্সীগঞ্জ ॥ বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, জোট সরকার মৌলবাদীদের চাকরে পরিণত হয়েছে, নিজামী যা বলে সেভাবেই এখন দেশ চলে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, আমাকে খুনের চেষ্ঠার জন্য নিজামী-সাইদীই দায়ী। তিনি বলেন, দেশ আজ ভয়ঙ্কর সঙ্কটে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশকে পৃথিবীতে সবচেয়ে কলঙ্কিত, ব্যর্থ ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ, বিক্রমপুরের, শ্রীনগর উপজেলার রাঢ়িখালস্থ স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে এক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শুক্রবার বিকালে তিনি এ কথা বলেন। হামলার পর প্রথমবারের মতো তিনি নিজগ্রাম রাঢ়িখাল আসেন রাঢ়িখালবাসী এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। হুমায়ুন আজাদের শিক্ষক নুর-উল-হোসেনও এতে বক্তব্য রাখেন। মাহমুদুল হক পানু ঢালীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন নুর মোহাম্মদ খান, এ্যাডভোকেট শাহবুদ্দিন, মীর মোজাম্মেল আলী, শওকত আলী, তোফাজ্জল হোসেন, মীর আঃ হালিম, কৃষক সাইদুজ্জামান, কবি বাসুদেব মল্লিক, মজিবুর রহমান প্রমুখ গ্রামবাসী। সভায় উল্লেখ করা হয় এই অনুষ্ঠান আয়োজন নিয়েও মৌলবাদীদের অপতৎপরতা ছিল। তাই সভাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। হুমায়ুন আজাদের বক্তব্য চলাকালে স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর নেতা (শ্রীনগরের সহসভাপতি) মাওলানা নাজির হোসেন সভাস্থলে উপস্থিত থেকে বক্তব্য নোট করা শুরু করেন। তাঁর গতিবিধি দেখে স্রোতাররা তাঁকে ঘিরে ধরে। জটিলার সৃষ্টি হলে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে যায়। এই সময় হুমায়ুন আজাদের বক্তব্য কয়েক মিনিট বন্ধ থাকে।

মৃত্যুঞ্জয়ী হুমায়ুন আজাদ বলেন, গ্রামে গ্রামে আজ মৌলবাদী সংগঠন গড়ে উঠেছে। মসজিদ-মাদ্রাসার নামে অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন, যেভাবে মৌলবাদীদের আগ্রাসন শুরু হয়েছে বাংলার ধানক্ষেত, পুকুর, আকাশ সবই মৌলবাদীদের হাতে চলে যাবে! তাই তিনি সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন-গ্রামের সব মসজিদগুলো কি; প্রার্থনার জায়গা, নাকি অন্য কিছু সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরাচার ও রাজতন্ত্র ধরে রাখার জন্যই মসজিদ-মাদ্রাসার নামে সাহায্য দিয়ে মৌলবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, আমাকে হত্যার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হয়নি, এর পর মৃত্যু পরোয়ানাও জারি করেছে মৌলবাদীরা। আর গ্রামের এই ছোট অনুষ্ঠানটি চলাকালেও তারা ছিল সক্রিয়। এতেই বোঝা যায়, মৌলবাদীরা কতটা তৎপর। তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন, মুক্ত, প্রগতিশীল ও সম্প্রীতির রাষ্ট্রে পরিণত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁকে হামলার পর দেশে-বিদেশে বাঙালীরা প্রতিবাদে জেগে উঠায় তিনি ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানান।